বুধবার, ১৫ ফাল্গুন, ১৪২৪
বর্ষ : ১৩, সংখ্যা : ৬৫

শ্রীদেবীর মৃত্যুর পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হওয়া উচিত

বলিউডের প্রথম মহিলা সুপারস্টার শ্রীদেবীর মৃত্যুর সংবাদে যখন সারা দেশ শোকমগ্ন, সে সময়ে তার মৃতদেহের ময়নাতদন্তের রিপোর্টে দেশ জুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্টে বলা হয়েছে, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে নয়, শ্রীদেবীর মৃত্যু হয়েছে। হোটেলের বাথটবের জলে ডুবে। অথচ রবিবার তার পরিবার সূত্রে বলা হয়েছিল ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাকে শ্রীদেবীর মৃত্যু হয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, হোটেলে শ্রীদেবী বাথটবে পড়ে গেলেন কী করে? বাথটবে কতটা জল ছিল? কারণ আরব আমিরশাহীর গাল্ফ নিউজে রিপোর্টে বলা হয়েছে মত্ত অবস্থায় থাকায় বেসামাল হয়ে পড়ে যান শ্রীদেবী। তাঁর শরীরে অ্যালকোহল পাওয়া যায় বলে গাল্ফ নিউজের দাবি। ফলে শ্রীদেবীর মৃত্যু ঘিরে রহস্য দানা বেঁধে উঠল। এখন তাঁর শেষকৃত্যের পর এনিয়ে অনেক রসালো কাহিনী বেরিয়ে আসবে। বিশেষ করে অনেকেই আঙুল তুলছেন তাঁর স্বামীর দিকে। সুতরাং ব্যাপারটি সহজে মিটবে না। তাই এনিয়ে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হওয়া একান্ত জরুরি। তা নাহলে নানান রটনা হবে দেশের সর্বত্র, এটা কাঙ্খিত নয়।

এখন শ্রীদেবীর মৃত্যু ঘিরে প্রশ্ন ওঠায় ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। দুবাইয়ে আইনি প্রক্রিয়ার দরুন মুম্বইয়ে সোমবার ফিরল না শ্রীদেবীর মৃতদেহ। কোনও পরিস্থিতিতে শ্রীদেবীর মৃত্যু হল তা জানতে পরবর্তী তদন্ত চলবে। এই মৃত্যুর পেছনে কোনও রহস্য রয়েছে কিনা তা বলবে আগামীদিন, কিন্তু জল্পনা চলবেই শ্রীদেবীর মৃত্যু রহস্যকে ঘিরে।

অমৃত কথা

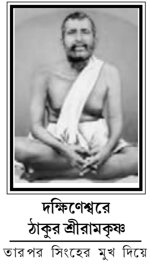

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

তারপর সিংহের মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে।”

সুরেন্দ্রের ভ্রাতা--মহাশয়, ব্রাহ্মসমাজে বলে স্ত্রী-স্বাধীনতা; জাতিভেদ উঠিয়া দও; এ সব আপনার কি বোধ হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ--ঈশ্বরের উপর নূতন অনুরাগ হলে ঐ রকম হয়। ঝড় এলে ধূলো ওড়ে, কোন্‌টা আমড়া, আর কোনটা তেঁতুলগাছ, কোনটা আমগাছ বোঝা যায় না। ঝড় থেমে গেলে, তখন বোঝা যায়। নবানুরাগের ঝড় থেমে গেলে ক্রমে বোঝা যায় যে ঈশ্বরই শ্রেয়ঃ নিত্য পদার্থ আর সব অনিত্য। **সাধুসঙ্গ** তপস্যা না করলে এ সব ধারণা হয় না! পাখোয়াজের বোল মুখে বললে কি হবে; হাতে আনা বড় কঠিন। শুধু লেকচার দিলে কি হবে; তপস্যা চাই, তবে ধারণা হবে।

“জাতিভেদ? কেবল এক উপায়ে জাতিভেদ উঠতে পারে। সেটি ভক্তি। ভক্তের জাতি নাই। অস্পৃশ্য জাত শুদ্ধ হয়—চণ্ডালের ভক্তি হলে আর চণ্ডাল থাকে না! চৈতন্যদেব অচণ্ডালে কোল দিয়েছিলেন।”

“ব্রহ্মজ্ঞানীরা হরিনাম করে, খুব ভাল। ব্যাকুল হ’য়ে ডাকলে তাঁর কৃপা হবে, ঈশ্বর লাভ হবে।”

“সব পথ দিয়েই তাঁকে পাওয়া যায়। এক ঈশ্বরকে নানা নামে ডাকে। যেমন এক ঘাটের জল হিন্দুরা খায়, বলে জল; আর এক ঘাটে খৃষ্টানরা খায়, বলে ওয়াটার; আর এক ঘাটে মুসলমানরা খায়, বলে পানি।”

সুরেন্দ্রের ভ্রাতা--মহাশয়, থিওজফি কিরূপ বোধ হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ--শুনেছি নাকি ওতে **অলৌকিক শক্তি** (Miracles) হয়। দেব মোড়লের বাড়িতে দেখেছিলাম একজন পিশাচসিদ্ধ। পিশাচ কত কি জিনিস এনে দিত। অলৌকিক শক্তি নিয়ে কি করবো? ওর দ্বারা কি ঈশ্বর লাভ হয়? ঈশ্বর যদি না লাভ হলো তা হলে সকলই মিথ্যা!

তৃতীয় খন্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

মণি মল্লিকের ব্রহ্মোৎদ্ববে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতায় শ্রীযুক্ত মণিলাল মল্লিকের সিন্দুরিয়াপটীর বাটীতে ভক্তসঙ্গে শুভাগমন করিয়াছেন।

সেখানে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি বৎসর উৎসব হয়। বৈকাল, বেলা ৪টা হইবে। এখানে আজ ব্রাহ্মসমাজের সাংবৎসরিক উৎসব। ২৬শে নভেম্বর, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ।

দিনপঞ্জিকা

১৫ ফাল্গুন, ভাঃ ৯ ফাল্গুন, **২৮ ফেব্রুয়ারী,** ১৫ ফাগুন, সংবৎ ১৩ ফাগুন সুদি, ১১ জমাঃ সানি। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৫, সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৩৫। **বুধবার, ত্রয়োদশী** দিবা ঘ ১০।২৩ মিঃ। অশ্লেষানক্ষত্র রাত্রি ঘ ১।৬ মিঃ। শোভনযোগ দিবা ঘ ১০।২৫ মিঃ। তৈতিলকরণ, দিবা ঘ ১০।২৩ গতে গড়করণ, রাত্রি ঘ ৯।২০ গতে বনিজকরণ। **জন্মে**--কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, রাত্রি ঘ ১।৬ গতে সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ অষ্টোত্তরী ও বিংশত্তরী কেতুর দশা। **মৃতে**– দোষনাই। **কালবেলাদি** ঘ ৮।৫৮ গতে ১০।২৪ মধ্যে ও ১১।৫০ গতে ১।১৬ মধ্যে। **কালরাত্রি** ঘ ২।৫৮ গতে ৪।৩২ মধ্যে। **যাত্রা**--নাই। **শুভকর্ম্ম**-দিবা ঘ ৮।৫৮ মধ্যে বিক্রয়বাণিজ্য ধান্যচ্ছেদন, গোবিক্রয়াদি। **বিবিধ**–চতুর্দশীর ও সপিণ্ডন। দিবা ঘ ১০।২৩ গতে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। **সায়ংকালে বহ্নুৎসব (চাঁচর)। জাতীয় বিজ্ঞান দিবস। রাষ্ট্রনেতা রাসবিহারী ঘোষের তিরোধান দিবস নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র ঘোষের জন্মদিবস ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের তিরোধান দিবস। অমৃতযোগ**– দিবা ঘ ৭।৩১ মধ্যে ও ৯।৫১ গতে ১১।২৪ মধ্যে ও ৩।১৮ গতে ৪।৫৪ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৬।২৭ গতে ৮।৫৫ মধ্যে ও ১।৫১ গতে ৬।৫ মধ্যে। **মাহেন্দ্রযোগ**– দিবা ঘ ১।৪৪ গতে ৩।১৮ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৮।৫৫ গতে ১০।৩৪ মধ্যে।

মুসলিম পঞ্জিকা

১৫ ফাল্গুন, ভাঃ ৯ ফাল্গুন, ২৮ ফেব্রুয়ারী, ১৫ ফাগুন, ১১ জমাঃ সানি। উঃ ৬।৫, অঃ ৫।৩৫। বুধবার, ত্রয়োদশী রাঃ ঘঃ ১০।২৩

মাদককে ‘না’ বলুন।

যে নেশা করতে বলে,সে বন্ধু নয়

লিপি

মাদক বিরোধী আন্দোলন

শিক্ষার সার্থকতার লক্ষ্যে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক সমন্বয়

গদাধর রানা

পর্ব ১

অধুনা সভ্য সংহত সুগঠিত সুশৃঙ্খল মানবসমাজ গড়ে ওঠার জন্য শিক্ষার অবশ্যই একটা ইতি বাচক ভূমিকা বা প্রয়োজনীয়তা আছে। বলতে কী, সত্যিকার শিক্ষা মানবচেতনাকে উজ্জীবিত করে, উদ্বোধিত করে, উত্তোলিত করে। এরই মূলে দীর্ঘদিনই একটি সূত্র প্রচলিত আছে তা হচ্ছে—শিক্ষা আনে চেতনা, সেই চেতনা আনে বিপ্লব। তবে, এ বিপ্লব মানে সংগ্রাম নয়, যুদ্ধ নয় এর মানে বিবর্তন, সেই অর্থে ধীরে ধীরে সমাজের পরিবর্তন। ধীরে ধীরে পরিবর্তন হওয়া মানেই সমাজের সংস্কারসাধন। এমনভাবেই সমাজের সংস্কার সাধন হতে যাতে ক’রে নতুন কোনো সামাজিক প্রথার সাহায্যে মানুষের আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করবার বিশেষ সাহায্য হবে; শুধু তাই নয়, সেই সমাজের সাম্য ও ন্যায়বিচার হয় যেন স্বতঃফূর্ত, এক যেখানে সকলের অবাধ উন্নতির সুযোগ থাকবে। তাছাড়াও প্রায় মানুষেরই স্বাধীনভাবে যুক্তিসহ বিচারের সঙ্গে মৌলিক চিন্তা করার ক্ষমতা। মৌলিকত্ব চাই, মৌলিক কথা স্বাধীন চিন্তা—এ সকলি ছিল মহান্ স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গি ও অভিমত। তিনি চেয়েছিলেন মানুষ অনেক কিছু জানলেও .... জ্ঞান নয়, প্রতিটি মানুষেরই লব্ধ তত্ত্বজ্ঞানই হচ্ছে সঠিক জানা। এমন সমাজেই শিক্ষা হবে সবঙ্গীন ও ফলপ্রসূ। তাছাড়াও, স্বামীজী বলেছিলেন--যেহেতু ভারতের প্রাণশক্তি রয়েছে ধর্মে সেহেতু জাতীয় জীবনে সব কাজ করতে হবে ধর্মের মধ্যে দিয়ে যা অবশ্যই তামাম ভারতবাসীর আদি ও অকৃত্রিম প্রাণশক্তি--সেই প্রানশক্তিযুক্ত সমাজই সর্বরকম সামাজিক বহিঃ ও অন্তর্দেশের উন্নতির দ্যোতক। মোট কথা, স্বামীজীর মতে শিক্ষা ও ধর্ম সমার্থক-ই, দুটিই সমাজের বুকে সমন্বয় সাধন ক’রেই চলবে।

আমরা এক্ষণে আমাদের প্রাসঙ্গিক শীর্ষ বিষয়ে শিক্ষার সার্থকতা প্রাপ্তির লক্ষ্যে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকের মধ্যে নানাভাবে নানাদিকে সম্বনয় নিয়েই আলোচনায় প্রবৃত্ত হবো। তামাম মানুষের ঐক্যপুষ্ট সংহত শক্তির নাম মানবসম্পদ। এই অর্থে, মানবসম্পদরূপে মানুষের সম্মিলিত শক্তিকে সঠিক প্রসেসিং বা প্রক্রিয়াকরণ করতে পারলেই কাঙ্খিত শিক্ষার বিকাশ ঘটা সম্ভব। বলতে কি, ধর্ম-জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে জাতীয় ক্ষেত্রে মানুষের মিলিত শক্তিকে (man power) বোধ হয় সঠিকভাবে প্রসেসিং করতে না পারার জন্যই যথার্থ শিক্ষা মুখ থুবড়ে পড়ছে। মানুষের মধ্যে ঈশ্বরপ্রদত্ত হৃদয়সত্তার সম্পূর্ণতার বিকাশের অভাবেই শিক্ষা অবদমিত হচ্ছে। যথার্থ শিক্ষার মধ্যে ব্যষ্টির আত্তীকরণ চাই ভাবের ভিত্তিতে, যার নাম assimilation, চাই একে অন্যের সাথে পরস্পরের ভাব বিনিময় (Exchange of thoughts) এ প্রসঙ্গে যুব সাধারণ মানের হলেও একটা দারুন সূত্র প্রযুক্ত হতে পারে তা হচ্ছে, ‘যে জানো সে জানিয়ে দাও, যে জানো না সে জেনে নাও।’ এহেন ভাব ও পারস্পরিক ভাবনার মধ্যে কিন্তু একটা খুব সহজ “সমন্বয়”-- বোধ কাজ করে--অবশ্যই এজন্যে চাই সমাজের সর্বস্তরের মানুষেরই দ্বিধাহীনচিত্তে পাশাপাশি ওঠাবসা। সকলের মধ্যে নিবিড়ভাবে মেলামেশা চাই।

আমরা একটু পূর্বেই মানবসম্পদের প্রসঙ্গ তুলে ধরেছি। সর্বাগ্রে বলে হয়—শিশুরাই হচ্ছে জাতির ভবিষ্যৎ—যাদের মধ্যেই মানবসম্পদের সর্বপ্রথম অস্তিত্ব নিহিত হয়ে রয়েছে। একটা শিশু জন্মানোর ঠিক পর থেকেই তার লালনপালন, তার সুরক্ষার দায়িত্ব মূলতঃ পিতামাতার উপরেই বর্তায়। তাছাড়াও, পিতামাতা পরিজন বাদেও একটি শিশু অবশ্যই তার বহিঃসমাজের মাঝে নিকট প্রতিবেশী দ্বারা বা তার কাছাকাছি বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দ্বারাও প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে অনেকটাই সংশিক্ষা প্রাপ্তির এভাবে সুরক্ষা পেয়ে থাকে। সেই সূত্রে দেখা যায়, একটা শিশু কেবলই তার পিতামাতারই সম্পদ নয়। একই সাথে সে হয়ে যায় ভাবীদিনের সমগ্র জাতিরই ঘরে বাইরের মূল্যবান সম্পদবিশেষ। আলোকিত মানবসম্পদই বহু অতীত হতে একটা শিশুর বয়ঃক্রম বা বৃদ্ধির সাথে সাথে পরিপালিত ত্বক পুষ্ট হতে থাকে। এক কবির কথায়, “ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুদের অন্তরে।” বস্তুতঃ তাই আজকের যে শিশু, তারই মধ্যে ভবিষ্যৎ একজন পিতার বীজ লুকিয়ে থাকে--সে অর্থে অধুনাদিনের শিশুই হয় আগামীদিনের একজন পিতা, যে পিতা হতেই আবার এক শিশুর জন্ম হয়, সে শিশুও একদিন পিতা হয়— এভাবেই প্রজন্ম হতে প্রজন্ম সমূহ ক্রমে চলতেই থাকে। সেজন্য আমাদেরকে সবার আগে সকল সফল প্রত্যয় বা ভাবনা নিয়ে সব কিছু রূপায়নের আগে একজন শিশুর সুরক্ষা ও নিরাপত্তার উপর বেশি জোর দিতে হবে। মনে রাখতে হবে শিশুটির ভবিষ্যৎ তৈরির জন্য তার শৈশবকালই হচ্ছে মানুষ হয়ে ওঠার প্রারম্ভিক কাল--যে সময়টা তার যেন কোনোভাবেই বৃথা না যায়। আরও মনে রাখা চাই--শিশু বাঁচলে পরিবার বাঁচবে। পরিবার বাঁচলে ঘরে বাইরে সমাজ বাঁচবে, একটা ক্ষুদ্র বা বৃহৎ জাতি বাঁচবে।

স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষা দর্শেনের মূল কথাই হ’ল মানুষ গড়ার শিক্ষা, শিশুর অন্তর্নিহিত জ্ঞানের উন্মোচনে, জ্ঞান-অর্জনের আকাঙ্খার জাগরণে শিক্ষক ও অভিভাবকের মিলিত সমন্বয়ে যথাযোগ্য ভুমিকাকে তিনি সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। সাথে সাথে আরও বলেছেন, সকলেরই দেহ-মন-আত্মার পারস্পরিক ভারসাম্যযুক্ত সমন্বয়েই মানুষ গড়ার শিক্ষার প্রক্রিয়া বাস্তবায়িত হবে।

সমাজে ছাত্র- শিক্ষক-অভিভাবকের সমন্বয়ের বিশেষ গুরুত্ব আছেই। সমন্বয় মানে হচ্ছে harmony অর্থাৎ unformity এই প্রসঙ্গেই আমাদের সর্বপ্রণম্য যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেব সমন্বয় শব্দটি প্রসঙ্গেই একদা বলেছিলেন, “যে ব্যক্তি সঠিক সমন্বয় করতে পেরেছে, সে ভগবানের কোলে শুয়ে আছে।” যাই হোক্, শিক্ষা শব্দটির কার্যকরী প্রয়োগের জন্য সবার আগে অবশ্যই শিশুকে চাই, কারণ প্রথম শিক্ষার্থী-ই উঠে আসবে শিশুসমাজ থেকেই-- শৈশব অবস্থাতে শিশু সাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়, আর তার সেই ব্যক্তিত্বই তাকে বিকশিত ব্যক্তিত্ব অর্জনের পথে চালিত করে শিক্ষার বিশেষত্ব এই। বিদ্যালয়ে শিক্ষক মহাশয়কে দায়িত্ববান ভূমিকা নিতে হবে। শিক্ষক তাঁর শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার আলোকে ছাত্রের দূরদৃষ্টিকে প্রসারিত করবেন। শিক্ষকের যথার্থ ভূমিকাই একটি ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রীয় সমাজকে তৈরি করতে পারে। শিক্ষক হলেন একজন প্রকৃত পথপ্রদর্শক। একজন ভাল শিক্ষক সুনির্দেশ দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের সঠিকপথে চালিত করেন। শিক্ষক অবশ্যই শিক্ষার্থীকে সত্যের কথা শেখাবেন, সুন্দরের কথা শেখাবেন--সেই শিক্ষাই তো গণতন্ত্রকে সজীব ক’রে তোলার শিক্ষা। শিক্ষক মহাশয়ই শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব গঠনের লক্ষ্যে তাকে সেবা আর মানবিকতার ঐশ্বর্য্যে ভরিয়ে তুলবেন। বলাইবাহুল্য শিক্ষকেরই সযত্ন চেষ্টায় সেবারূপ দৈহিক শক্তি আর ত্যাগের মূলে মানবিকতারূপে বৌদ্ধিক শক্তির সমন্বয়েই শিক্ষার্থীর মধ্যে ‘চরিত্রশক্তি’ নামে নতুন শক্তিসম্পদ জন্ম নেবে। এখানেই সমন্বয়ী ধ্যানধারনা অনেকটাই মূর্ত হবে।

এই সবের মূলেই কিন্তু সবার আগে আত্মিক শক্তিকে আয়ত্ব করবেন শিক্ষক নিজে, তারপর সেই শক্তি তাঁর শিক্ষাদানের মাধ্যমে সংবাহিত হবে তাঁর শিক্ষার্থীর মধ্যে। তাই, পুঁথিগত শিক্ষাদানের মধ্যেই শিক্ষকদের কাজ শেষ হয়ে যায় না, তাঁর প্রধান কর্তব্য সুকুমার শিক্ষার্থীদেরকে অনুপ্রাণিত করা। যোগ্য শিক্ষক তিনিই যিনি জীবন ও চরিত্রকে সর্বতোভাবে প্রভাবিত করে তাদের সতেজ প্রাণে সঠিক ধারণা বা আদর্শ তথা মূল্যবোধের জন্ম দিতে পারেন যাতে তারা জাতীয় জীবনের মূল স্রোতের সাথে মিশে যেতে পারে। এভাবেই একজন শিক্ষকের দায়বদ্ধতার কথা এসে পড়ে। তখনই সমাজের সাথে সচেতন সহযোগিতার মাধ্যমে জৈবিক স্বাতন্ত্র্য থেকে পূর্ণতর ব্যক্তিত্বে উত্তরণ ঘটলেই শিক্ষক যথার্থ মনুষ্য পদবাচ্য হবে’, পূর্ণতর ব্যক্তিত্বে পথ ধরে আসবে তাঁর মনের বিস্তৃতি। মানুষের জীবনের সাথে নিজেকে একাত্মবোধ ক’রে তিনি আপন বুকের মধ্যে বিশ্বলোকের সাড়া পাবেন।

ক্রমশ

প্রসঙ্গ আর্থিক পরিষেবা উপভোক্তার স্বার্থরক্ষা

জি. সুন্দরম

শেষ পর্ব

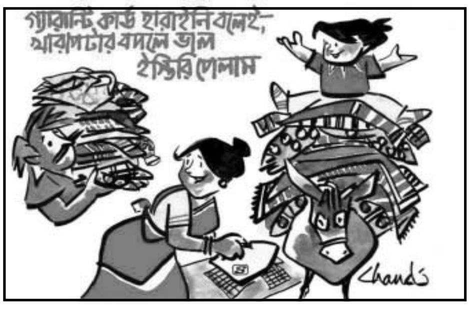

গ্যারান্টি কার্ড হারাইনি বলেই, খারাপটার বদলে ভাল ইস্তিরি পেলাম

উপভোক্তা সুরক্ষার জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের নীতিনির্দেশিকা, ২০১৬-এ জে অধ্যায়ের ৬৬ নং ধারায় আর্থিক পরিষেবাসমূহ সম্পর্কে সদস্য রাষ্ট্রগুলির প্রতি বিশদ সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, সদস্য রাষ্ট্রগুলিকে আর্থিক পরিষেবা উপভোক্তাদের স্বার্থরক্ষায় যথাযথ কিছু নীতি গ্রহণ করতে ও ব্যবস্থাপত্র গড়ে তুলতে হবে বা তার জন্য প্রোৎসাহিত করতে হবে। এর মধ্যে পড়ছে :

(ক) আর্থিক উপভোক্তা সুরক্ষা নিয়ামক ও বলবৎকরণ নীতিসমূহ;

(খ) প্রয়োজনীয় কর্তৃপক্ষ এবং সহায়সম্পদ-সহ নজরদারি সংস্থা, যাতে করে এরা নিজেদের মিশন চালিয়ে যেতে পারে;

(গ) জমাকৃত অর্থ-সহ উপভোক্তাদের সম্পদ সুরক্ষায় যথাযথ নিয়ন্ত্রণ ও বিমা ব্যবস্থাপত্র;

(ঘ) উন্নততর আর্থিক শিক্ষাবিষয়ক রণকৌশল, যা আর্থিক সাক্ষরতার প্রসার ঘটাবে;

(ঙ) ন্যায়সঙ্গত শর্ত আরোপ এবং সঠিক তথ্য প্রকাশ, যাতে করে তাদের স্বীকৃত এজেন্টদের কার্যকলাপের দায়ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি এড়াতে না পারে ও জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকার ব্যাপারটি সুনিশ্চিত হয়। স্বার্থের সংঘাত বিষয়ে আর্থিক পরিষেবা প্রদানকারীদের তরফে একটি লিখিত নীতি থাকতে হবে; যাতে করে সম্ভাব্য স্বার্থের সংঘাতের জায়গাগুলি চিহ্নিত করা যায়। যখন পরিষেবা প্রদানকারী ও কোনও স্বার্থের সংঘাতের পরিস্থিতি উদ্ভব হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেবে, তা অতি অবশ্যই সংশ্লিষ্ট উপভোক্তার কাছে প্রকাশ করতে হবে, যাতে করে সেই স্বার্থের সংঘাতের দরুন উদ্ভুত সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি উপভোক্তা এড়াতে সক্ষম হন;

(চ) আর্থিক পরিষেবা প্রদানকারী ও তাদের স্বীকৃত এজেন্টরা দায়িত্ব সহকারে নিজেদের ব্যবসা পরিচালনা করবেন। উপভোক্তার চাহিদা ও আর্থিক সামর্থ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এমন পণ্যই তাকে বেচা হবে বা সেই অনুযায়ীই তাকে ঋণ দেওয়া হবে এই সব বিষয় এর মধ্যে শামিল;

(ছ) প্রতারণা ও অপব্যবহারের হাত থেকে উপভোক্তার আর্থিক ডেটাকে সুরক্ষিত রাখতে যথাযথ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা;

(জ) সঠিক দরদাম এবং লেনদেনের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বানাতে একটি নিয়ামক কাঠামো, যাতে করে যে তহবিল উপভোক্তাদেরকে হস্তান্তরিত করা হবে তার মূল্য ও ডেলিভারি সংক্রান্ত তথ্যাদি কোনও ধোঁয়াশা ছাড়াই উপভোক্তাকে জানানো হয়, বিনিময় হার, যাবাতীয় ফি এবং এই টাকা হস্তান্তরের অফারের সাথে জড়িত আলাদা কোনও ‘কস্ট’ যদি ধরা থাকে, সমস্ত তথ্যই স্পষ্ট করে জানিয়ে দিতে হবে উপভোক্তাকে। সেই সঙ্গে, এই লেনদেন সফল না হলে তার নিদান কী, জানাতে হবে সে তথ্যও।

নীতিনির্দেশিকার উল্লিখিত অধ্যায়ের ৬৭ নং ধারায় বলা হয়েছে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি, আর্থিক শিক্ষা এবং আর্থিক পরিষেবার নাগাল ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে উপভোক্তা সুরক্ষা ইত্যাদি সংক্রান্ত উপভোক্তা নীতিগুলিতে জোর দেবে তথা এগুলির মধ্যে সঙ্গতিসাধনের পন্থা গ্রহণ করবে সদস্য রাষ্ট্রগুলি। এছাড়াও ৬৮ নং ধারায় বলা হয়েছে, আর্থিক পরিষেবা শিল্পক্ষেত্রে সদস্য দেশগুলি প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক নির্দেশিকা এবং মানকগুলিকে বিবেচনায় রেখে পর্যালোচনা ও সংশোধনের রাস্তায় যেতে পারে। আবার তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে যে নির্দেশিকা ও মানকগুলির যথাযথ তালমেল রয়েছে, সেগুলি রদবদল না করেই অনুসরণ করতে পারে। অন্যদিকে, আবার অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রের সঙ্গে একযোগে এবিষয়ে কোনও সিদ্ধন্তে আসলে সেই সূত্রে রূপায়ণের ক্ষেত্রে সীমান্তের বাধ্যবাধকতার সমস্যা থাকে না। তা করতে গিয়ে সদস্য রাষ্ট্রগুলি বেশ কয়েকটি উচ্চ স্তরীয় আন্তর্জাতিক নীতি সংহিতা থেকে প্রয়োজনীয় পাঠ নিতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) এবং জি ২০ গোষ্ঠীর আর্থিক উপভোক্তা সুরক্ষা সংক্রান্ত উচ্চস্তরীয় নীতিসমূহ এবং বিশ্ব ব্যাঙ্কের আর্থিক উপভোক্তা সুরক্ষার জন্য উত্তম আচরণবিধি।

উপভোক্তা সুরক্ষার জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের নীতিনির্দেশিকা, ২০১৬-এ কে অধ্যায়ের ৬৯ নং ধারায় বলা হয়েছে, বিশেষ করে বিকাশশীল বিশ্বে, সদস্য দেশগুলি উপভোক্তাদের স্বার্থরক্ষার পরিসর বাড়াতে তাদের স্বাস্থ্যের সূত্রে আবশ্যিক এলাকাগুলিকে অগ্রাধিকার দিয়ে যেখানে যেখানে প্রয়োজন হস্তক্ষেপ করবে। যেমন, কি না খাদ্য, ওষুধ, বিদ্যুৎ এবং অন্যান্য সার্বজনিক সুবিধা (রান্নার গ্যাস, নিকাশি, টেলি-পরিষেবা, ইত্যাদি) এবং অবশ্যই নজর দিতে হবে পর্যটনের বিশেষত্বের দিকে। এই সমস্ত ক্ষেত্রে পণ্যের গুণমান নিয়ন্ত্রণ, পর্যাপ্ত ও নির্ভরযোগ্য বন্টন ব্যবস্থার সুযোগ, সমমানের আন্তর্জাতিক লেবেল ও তথ্য এবং শিক্ষা ও গবেষণা কর্মসূচির জন্য নীতি গ্রহণ করতে বা তা বজায় রাখতে হবে। বর্তমান নথিপত্রের প্রেক্ষিতে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রগুলিতে সদস্য রাষ্ট্রগুলি প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা প্রণয়ন করবে।

সম্পাদক সমীপেষু

সবাই চায় তারই কদর হয় যেন

‘সংসার হ্যায় এক নদীয়া/সুখ দুঃখে দো কিনারে’। অর্থাৎ সংসারটা হল একটি নদী। সেই নদীতে রয়েছে সুখের একটা কিনারা। আবার দুঃখেরও রয়েছে একটা কিনারা। তাহলে সংসারটা সুখ ও দুঃখের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। এখানে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের জন্য এগিয়ে আসে। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় এ বাড়ির একজন যাঁর বেশি নাম-ডাক রয়েছে, তিনি ভাবেন ওই নামটা আমারই থাকুক। পাশ থেকে এসে কেউ যেন ওপরে উঠে যেতে না পারে। তাই নিজের নামের ঢাক পেটাতেই ব্যস্ত থাকেন। দেখা যায় সেই পরিবারের একজন চেষ্টা করছেন, তাঁর ভালোটাকে সবার কাছে তুলে ধরতে নিজের বিজ্ঞাপনের জন্য নয়, যেটুকু জানা আছে সেটা সবার সাথে ভাগ করে নিতে। বিনিময়ে কিছুই দিতে হবে না। যা কিছু সংগ্রহ করেছি সেটা সবার মাঝে তুলে ধরব। যাতে মানুষ জানতে পারে এরই নাম শিক্ষা। যা দান করা যায়, যা দান করার পর মনটা ভালো হয়ে যায়। কিন্তু একটা বাধা এসেই যায়। এখানে যার নামটা রয়েছে, সেই নামটা যাতে নিম্নগামী না হয়ে যায়। তার দরুনই অনেক কিছু ইচ্ছা থাকলেও করা যায় না। যাঁরা আমাদের দেশটাকে আলোয় আলোকিত করে গেছেন, আজ তাঁরা এই জগতে নাই। তাঁদের অবদানের কথা কি আমরা ভুলতে পারবো? কিছুতেই ভুলতে পারব না। তাই তাঁদের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে প্রণাম জানাবার ইচ্ছাটা হয়, কিন্তু ঐ যে আমার নামটা আকাশ ছোঁয়ায় পৌঁছে যাবে। সেটা তো হতে পারে না। তাই বীজ থেকে অঙ্কুর বের হবার আগেই নষ্ট করে দেওয়া হয়। তখন মনটা বেদনায় ভরে যায়। তখন ভাবনা এসে যায়, যা চেয়েছি কেন তা পাই না। এটাই কি তবে সত্যর প্রকাশ? প্রশ্নটা বার বার মনে আসে। আবার সেখানেই জিজ্ঞাসা চিহ্ন দিয়ে যায়। এখানে নামটাকেই ধরে রাখতে চায় শুধুমাত্র তাঁরা, যাঁদের নামটা রয়েছে একেবারে প্রথম সারিতে।

কৃষ্ণ ব্যানার্জী
হাওড়া।

উত্তরসম্পাদকীয় লেখা সম্পূর্ণ রূপে লেখকের নিজস্ব অভিমত। এরজন্য ‘আর্থিক লিপি’ কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।
সম্পাদক

উন্নয়ন ও সমস্যা

চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে নয়।...........সম্পাদকীয় দফতর।

লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২

পাঠকের দরবারে

চিঠি পাঠান
লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়